দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সংকটের আবর্তে সরকারি তিতুমীর কলেজ

সাড়ে ৩১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক মাত্র ৯৯ জন

॥ মাহবুবুর রহমান জুয়েল, মহাখালী সংবাদদাতা ॥

সরকারী তিতুমীর কলেজে ৩১ হাজার ৩২৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৯৯ জন। কলেজের ২৪ হাজার ৩৯৬ জন ছাত্রের জন্য ছাত্রাবাস আছে মাত্র ১টি। এই ছাত্রাবাসে গাদাগাদি করে থাকার পরও স্থান হয়েছে মাত্র ৩৫০ জন শিক্ষার্থীর। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এক সময়ের সুনামধারী এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান যে কোনো সময় নিম্নমুখী হয়ে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। আবাসিক শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, আবাসন ব্যবস্থা অপ্রতুল হলেও তা বাড়ানোর ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই কলেজ কর্তৃপক্ষের। কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, নানামুখী সংকটের কারণে কলেজটিতে দিন দিন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সংকুচিত হয়ে আসছে। তিতুমীর কলেজে প্রতি ৩১৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন ১ জন শিক্ষক। সরকারের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত এনাম কমিটির রিপোর্টে বলা আছে, প্রতি ৪৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক থাকবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সংক্রান্ত সংশোধন রেগুলেশন ২০০০-এর ৩ (১) এ উল্লেখ আছে কোন কলেজে কোন বিষয়ে উগ্রী (পাস ও অনার্স) এবং স্নাতকোত্তর কোর্স থাকলে উক্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে। কিন্তু তিতুমীর কলেজে কোন বিভাগেই ১২ জন শিক্ষক নেই। মাত্র ১ থেকে ৫ জন শিক্ষক নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, দর্শন বিভাগ, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ। কলেজে নতুন সৃষ্টি হওয়া ৪টি বিভাগে কোন স্থায়ী শিক্ষকের পদ না থাকায় তা চালানো হচ্ছে অতিথি শিক্ষক দিয়ে। তিতুমীর কলেজে অনার্স ও মাস্টার্সসহ ১৯টি বিভাগের বিপরীতে ৯৯ জন শিক্ষক থাকলেও প্রায় একই সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে গঠিত ঢাকা কলেজে শিক্ষক আছেন ১৯০ জন, ইডেনে আছেন ১৮৪ জন। বর্তমানে কলেজের সর্বাধিক ২ হাজার ১৫৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে। এর বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র ৫ জন। বিভাগীয় প্রধান মজিবর রহমান বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম শিক্ষক থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া আমাদের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কলেজের বিভাগগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন ৩ জন শিক্ষক আছেন ইসলামী শিক্ষা বিভাগে। এই বিভাগের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৪০০ জন। বিভাগের প্রভাষক আব্দুস সালাম বলেন, সংকট থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করতে আমাদের সর্বদাই বেগ পেতে হয়।

> **নানামুখী সংকটের কারণে কলেজটিতে দিন দিন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সংকুচিত হয়ে আসছে**

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কলেজের এক শিক্ষক জানান শিক্ষক সংকটের মধ্যে ক্লাস নেয়ার পাশাপাশি তাদেরকে অতিরিক্ত দাপ্তরিক কাজ করতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সময় তারা দিতে পারেন না। নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টির ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরে চাহিদা মোতাবেক নতুন পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করা হলেও এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

কলেজটিতে আবাসন সংকট চলছে দীর্ঘদিন ধরে। একমাত্র ছাত্রাবাসটিতে প্রতিকক্ষে ৪ জন করে থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে বসবাস করছে ১০ থেকে ১২ জন শিক্ষার্থী। ফলে ছাত্রাবাসে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে বলে আবাসিক শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। এ ব্যাপারে ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক সাইফুল ইসলাম বলেন, ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী থাকায় শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যা হচ্ছে। তবে একটিমাত্র ছাত্রাবাস থাকায় এ মুহূর্তে এ ব্যাপারে আমাদের তেমন কিছু করার নেই। কলেজের প্রধান দুটি সমস্যার ব্যাপারে উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক বদরুন্নেসা জানান, প্রতিটি বিভাগের শিক্ষকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও তীব্র সংকট থাকায় প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্লাস নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর অবিলম্বে তিতুমীর কলেজে নতুন পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর অনুরোধ জানান। শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি জানান।